তারিখ ... 1 JUN 2017
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

সমকাল

মাগুরার ৭২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে কেন পাঠদান?

সমকালে মঙ্গলবারের লোকালয়ে প্রকাশিত '৭২ স্কুলে পরিত্যক্ত ভবনে লেখাপড়া' শীর্ষক প্রতিবেদনটি উদ্বেগজনক। প্রতিবেদনটিতে মাগুরা জেলার ৭২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের কথা এলেও দেশের নানা প্রান্তে এমন আরও স্কুল থাকা স্বাভাবিক। মাগুরায় চারটি উপজেলায় ৫০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ৭২টি স্কুলের ভবন জরাজীর্ণ বলে সেগুলো পরিত্যক্ত করেছে কর্তৃপক্ষ। পরিত্যক্ত হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ ভবনেই ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস করছে শিক্ষার্থীরা। আবার কোনো স্কুলে খোলা আকাশের নিচে বাধ্য হয়ে শিক্ষার্থীদের ক্লাস করতে হচ্ছে। সেখানে আকাশে মেঘ ধরলেই স্কুল ছুটি দেওয়া হয় বলে পড়াশোনা ঠিকমতো হয় না, অভিযোগ অভিভাবকদের। কোথাও শিক্ষার্থীরা ভয়ে স্কুলে আসা কমিয়ে দিচ্ছে। এভাবে ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম। অন্যদিকে পরিত্যক্ত ভবনে ক্লাস করায় ঝুঁকিতে পড়ছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর জীবন। মাগুরা জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা যদিও প্রতিবেদকের কাছে বলেছেন, পরিত্যক্ত ভবনের সংস্কারের জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। আমরা আশা করব, কথা অনুযায়ী কাজ হবে। শিক্ষা যেখানে মানবসম্পদ তৈরি করছে, সেখানে অবহেলা কোনোভাবেই কাম্য নয়। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনেক ভবনই শিশু উপযোগী তো নয়ই, বরং জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এ অবস্থা চলতে পারে না। পরিত্যক্ত স্কুলে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে কোথাও কোথাও এলাকাবাসী এগিয়ে এলেও সরকারকেই দায়িত্ব নিতে হবে। আমরা আশা করি, কেবল মাগুরার নয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমগ্র দেশের ঝুঁকিপূর্ণ ভবন সংস্কারে সরকার ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। যাতে কোনো শিক্ষার্থীকে ঝুঁকির মধ্যে থাকতে না হয়। আমরা শিশুদের উপযোগী করে ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা প্রণয়নের দাবি জানাই।